2-7-55

দিলীপকুমার সরকারের প্রযোজনায়
সরকার প্রোডাক্‌সন্সের নিবেদন—

গোধূলি

কাহিনী ও সংলাপ—নরেন্দ্রনাথ মিত্র
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সঙ্গীত পরিচালনা—রবীন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশিল্প—শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ও অমূল্য বোস। শব্দযন্ত্র—রণজিত দত্ত।
শিল্পনির্দ্দেশ—সৌরেন সেন। সম্পাদনা—সুবোধ রায়। পরিস্ফুটন—পঞ্চানন নন্দন।
মঞ্চ নির্ম্মাণ—পুলিন ঘোষ। শিল্পী সংগ্রহ—বীরেন দাস। দৃশ্য সজ্জা—রবীন চট্টোপাধ্যায়।
দৃশ্যপট—রামচন্দ্র শেণ্ডে। রূপসজ্জা—মদন পাঠক। ব্যবস্থাপনা—খগেন হালদার।
সাজসজ্জা—যতীন কুণ্ডু। কণ্ঠসঙ্গীত—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

—সহকারীগণ—

পরিচালনা—নির্ম্মল মিত্র ও সুনীল দাসগুপ্ত। সঙ্গীত—উমাপতি শীল।
চিত্রশিল্প—শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। শব্দযন্ত্র—অনিল নন্দন। পরিস্ফুটন—বলাই ভদ্র,
তারাপদ চৌধুরী, সত্যেন বসু, অবনী মজুমদার। মঞ্চ নির্ম্মাণ—কমল দাস।
দৃশ্য সজ্জা—প্রহ্লাদ পাল। স্থির চিত্র—প্রীতিকর হালদার। রূপসজ্জা—গোপাল
হালদার। শিল্পী সংগ্রহ—ধীরেন দাস, গৌর দাস। আলোক সম্পাত—সতীশ হালদার,
কেষ্টদাস, রমজান, কালিচরণ। পরিবাহন—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য।
যন্ত্রসঙ্গীত—ক্যালকাটা অর্‌কেষ্ট্রা।

—ভূমিকায়—

জহর গাঙ্গুলী, নির্ম্মলকুমার, অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।
রাজলক্ষ্মী, বাণী গাঙ্গুলী, সান্ত্বনা ব্যানার্জ্জী, আশা, রমা, সাথী ব্রহ্মচারী, তুলসী
লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নরেশ বোস, কেষ্টদাস, বিপ্লবকুমার, ভোলানাথ কয়াল।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

মিত্র লাইব্রেরী—টালিগঞ্জ, বসুশ্রী সিনেমার কর্ত্তৃপক্ষ, আর কে জৈডকা এণ্ড সন্স॥
আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

—নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত—

—একমাত্র পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ

গোধূলি

ভাড়াটে বাড়ি 'ভূপতি ভবনে' অনুপম মজুমদারের ছোট সংসার। স্বামী স্ত্রী আর ছোট মেয়ে মিনু। ভাড়া করা বাড়ি হলেও সাজানো গোছানোর ঘটা দেখলে মনে হয় এটা অনুপমের নিজেরই বাড়ি। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে দামী ছবি টাঙান। ঘর ভরা নানা সৌখীন আসবাব, ছাদের কার্নিসে ফুলের টব। বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিষের ওপর অনুপমের অসীম মমতা। অনুপমের এই বৈষয়িকতা স্ত্রী ইন্দুলেখার ভাল লাগে না। এত আয়োজন আড়ম্বরের মধ্যেও ইন্দুলেখার মনে কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকেই যায়। সে ফাঁক ইন্দুর নিজের চোখেই ধরা পড়ল যেদিন ওদের দুর সম্পর্কের আত্মীয় তরুণ অধ্যাপক চিন্ময় তার মাকে নিয়ে অনুপমের দুখানা বাড়তি ঘরের ভাড়াটে হয়ে এল। প্রকৃতির দিক্ থেকে চিন্ময় অনুপমের ঠিক উল্টো। একেবারে অফসারী অবৈষয়িক মানুষ। কোনদিকে খেয়াল নেই। চিন্ময়ের দুটী মাত্র নেশা। চা আর বই, চা আর বই ছাড়া সে সংসারে আর কিছু চেনে না। ইন্দুলেখাও বই পেলে আর কিছু চায় না। বই নেওয়ার উপলক্ষেই চিন্ময়ের ঘরে ইন্দুলেখার আসা যাওয়া। চিন্ময় কবিতা লেখে, ইন্দুর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করে। বৃষ্টি নামলে বর্ষার গান গায়। সে গান কার জন্যে ইন্দুর তা বুঝতে বাকী থাকে না। ইন্দুর মনের আকাশে গোধূলির রং লাগে। ইন্দুলেখা বুঝতে পারে ; এতদিনের ফাঁকিটা

কিসের, ফাঁকটা কোথায়। বুঝতে পারে বলেই ইন্দুর ভয় হয় পাছে আর কেউ বুঝে ফেলে। চিন্ময়ের সঙ্গে ইন্দুলেখার এই মেশামেশি অনুপমের কিন্তু বরদাস্ত হয় না। হোলই বা আত্মীয়ের ছেলে। চিন্ময় পুরুষ মানুষ। যখন তখন তার ঘরে গিয়ে ঢোকা, ঘটা করে চা খাওয়ান অনুপমের মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তার যেমন স্বভাব, ছোট জিনিষকে অনেক বড় দেখে অনুপম। উঠতে বসতে ইন্দুকে বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে হয়, স্বামীকে সামলাতে প্রাণান্ত হয় ইন্দুলেখার।

অনুপমের মামাশ্বশুরের মেয়ে বাসবী। আই, এ, পড়ে। একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজে অনুপমের বাসায় এসে হাজির হল। চিন্ময়কে দেখেই বাসবীর ভাল লাগল। নিমন্ত্রণ করে একদিন নিজেদের বাড়ীতে ধরেও নিয়ে এল। কিন্তু সামান্য আলাপের পরেই বাসবী বুঝতে পারল চিন্ময়ের ওকে মনে ধরেনি। চিন্ময়ের মন আর একজনের কাছে বাঁধা। আর চিন্ময়ের মনে হল কলেজে পড়লেও ইন্দুলেখার তুলনায় বাসবী কি ছেলেমানুষ! অনুপম কিন্তু ওদের আলাপের সূত্র ধরেই একটা জটিল সমস্যার সমাধান করে ফেলতে

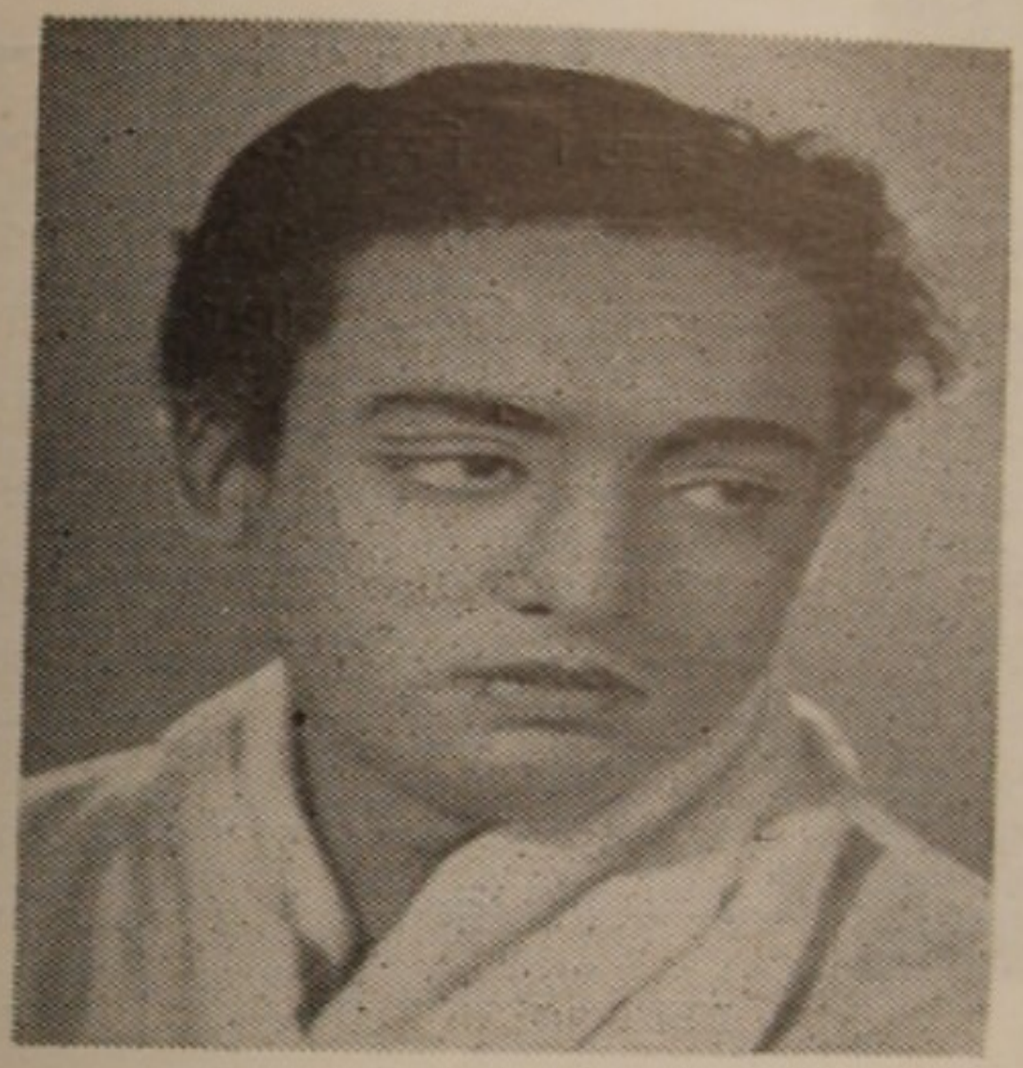

চাইল। একটু চেষ্টা চরিত্র করলেই বাসবীর সঙ্গে চিন্ময়ের বিয়েটা ঘটিয়ে দেওয়া যায়। আর অনুপমের মতে চিন্ময়ের মত ছেলেদের বিয়ের চেয়ে ভাল ওষুধ আর কিছু নেই। স্বামীর প্রস্তাবে ইন্দুলেখাও সায় দিল, ঠিক হলো চিন্ময়কে দিয়ে একদিন তিনখানা থিয়েটারের টিকিট কাটিয়ে আনা হবে। চিন্ময় আর বাসবীকে নিয়ে ইন্দুলেখা থিয়েটার দেখতে যাবে, তারপর ওদের দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে কথা বলার সুযোগ দিয়ে ইন্দুলেখা দূরে সরে থাকবে। কিন্তু থিয়েটারে যাওয়ার দিন শেষ মুহূর্তে বাসবী বেঁকে বসল। পরিষ্কার জানিয়ে দিল আসলে চিন্ময়কে নিয়ে থিয়েটার দেখবার সখ ইন্দুলেখার নিজেরই। বাসবী শুধু উপলক্ষ্য। অগত্যা ওরা দুজনেই থিয়েটারে গেল। এদিকে বাসবীদের বাসায় মেয়েকে ঘুরিয়ে আনতে গিয়ে অনুপম বিষয়টা সব জেনে ফেলল। তার ওপর চিন্ময়রা থিয়েটার দেখে ফিরল বেশ একটু রাত করে। 'ভূপতি ভবনের' একখানা ঘরে সে রাত্রে ঝড় উঠলো। অনুপম ঠিক করল সাতদিনের নোটীশ দিয়ে চিন্ময়দের বাড়ী থেকে তুলে দেবে। নোটীশের চিঠি পাঠাল ইন্দুলেখার হাত দিয়েই। কিন্তু চিন্ময়রা আপত্তি তুললো। ভাড়া দিয়ে থাকে, যাও বললেই তারা চলে যাবে না। দরকার হলে উকিলের চিঠিতে চিন্ময় নোটীশের জবাব দেবে।

চিন্ময়ের মা হৈমবতী গোড়া থেকেই ব্লাড্‌প্রেসারে ভুগছিলেন, হঠাৎ তাঁর অসুখের বাড়াবাড়ি শুরু হল। ঝগড়াঝাঁটি যাই হোক, অসুখ বিসুখের সময়

সে কথা মনে করে থাকলে চলে না। ইন্দু গেল হৈমবতীর শুশ্রূষা করতে। কিন্তু হৈমবতী সেরে উঠলেন না, একদিন শেষ রাত্রের দিকে মারা গেলেন। ইন্দুলেখার শুশ্রূষার ব্যাপারটা অনুপমের আগাগোড়াই ভাল লাগছিলো না। যে রাত্রে হৈমবতী মারা গেলেন সেদিন আড়াল থেকে অনুপম লক্ষ্য করল চিন্ময়ের পিঠে হাত রেখে ইন্দু তার মাতৃশোকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ইন্দুকে ঘরে ডেকে এনে অনুপম তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইলো, অসম্ভব রেগে গিয়ে ইন্দুলেখার হাত মুচড়ে দিল।

পরের দিন চিন্ময়কেও জানিয়ে দিল, এবার যদি ভালয় ভালয় সে বাড়ী ছেড়ে চলে না যায়, তাহলে অনুপম বাধ্য হয়েই তার ওপর জুলুম চালাবে। তার বাড়ীতে চিন্ময়ের মত নেমক্‌হারাম্ ছোটলোকের যায়গা হবে না। এত কেলেঙ্কারীর পর চিন্ময়ও চলে যাওয়াই ঠিক করলো। কিন্তু ইন্দুকেও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল। ইন্দুর ওপর অনুপমের নির্যাতনের কথা তার কাছে গোপন ছিল না। কিন্তু স্বামীর সংসার ফেলে ইন্দুলেখা চিন্ময়ের সঙ্গে যাবে কি করে? তা ছাড়া বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা কি সে ভেবেছে কোনদিন?

চিন্ময়ের মত ইন্দুলেখাকেও অনুপম বাড়ী থেকে বার করে দিতে চাইল। এরপর স্ত্রীকে সে কিছুতেই ঘরে রাখতে পারবে না। ঘনঘোর দুর্যোগের রাত্রে ইন্দুলেখাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল অনুপম। বেরিয়ে যেতে বলল। স্বামী রাগ করে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মেয়ে পিছু ডাকছে। সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে নেমে গেল ইন্দুলেখা। কিন্তু ইন্দুলেখা কি সত্যই চলে গেল, স্বামী, সন্তান, সংসার—সবই তুচ্ছ করে?

গান

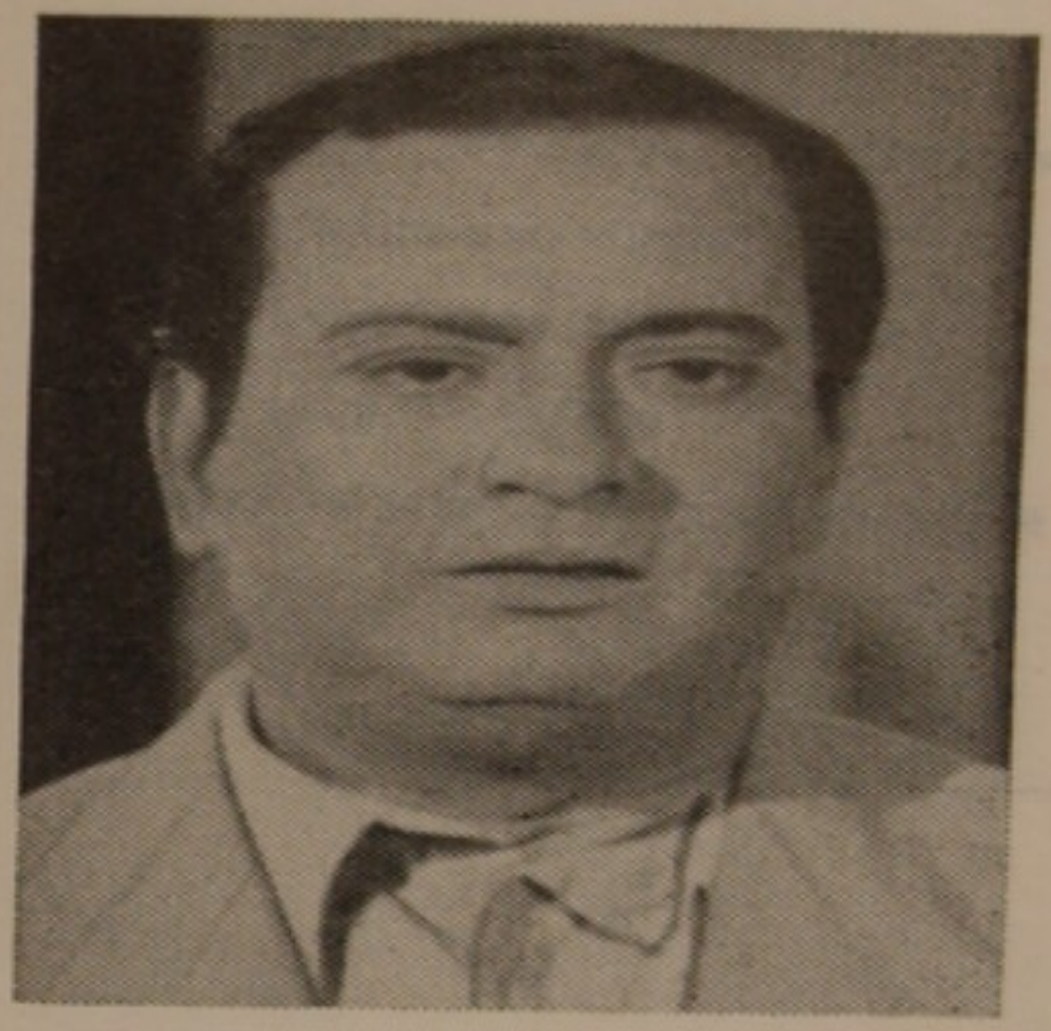

(১)

কোন সেই শ্রাবনের ঝরঝর বিনিদ্র নিশীথে,
তোমারই হৃদয়ে মোর তৃষিত হৃদয়
চেয়েছিল নীরবে মিশিতে।
ওগো মালবিকা,
সেই শিপ্রানদীর তীর গেলে কি ভুলে,
মনের ময়ূরী আর নাচেনা ত'
পাখা তার তুলে।
আজ শুধু মেঘদূত রয় যে থমকি—
জীবনের নিভৃতে দিশিতে।
গোধুলি লগনে আজ আঁখিতে
কোথায় সেই কাজল রেখা,
আননে আঁকনি কেন চন্দনের
শ্বেত পত্রলেখা
ওগো মালবিকা,
সেই উজ্জয়িনীর দিন মনে কি পড়ে,
তারই স্মৃতি লয়ে হাওয়া ঐ শোন—
হাহাকার করে,
তাই কি জ্বলেনি দীপ সুদূর আকাশে
মেঘে ঢাকা সপ্ত ঋষিতে !

(২)

পৃথিবী গো,
তোমার ধুলিরে কত আমি ভালবাসি,
কত সুন্দর তোমার আকাশ
তোমার ফুলের হাসি।
আহা তোমার বাতাস তোমার পাখীর গান
দোলায় ভোলায় প্রাণ।
রাখালের মত তুমি যে আমার
জীবনে বাজাও বাঁশী।
তবুও তোমায় ছেড়ে চ'লে যেতে হবে,
জানি সেদিনও তোমার ধুলি যে আমায়
বুকে তার তুলে লবে।
ওগো কে তুমি আমার এত যে জানতে চাই
সে ভাষা কোথায় পাই।
ভুলোনা আমায় যদি গো হেথায়
ফিরে নাহি আর আসি।

(৩)

তোমায় শোনাব গান
আমি তাই জেগে থাকি,
ওগো চাঁদ তুমি বল
মেঘে কেন ঢাকো আঁখি।
শুধু কি ফুলেরই তরে
তোমার ও আলো ঝরে
জানি গো পাব না সাড়া
তবুও তোমার ডাকি।
তোমার আলোয় রাত
জানি সুন্দর হয়,
শিশির তোমার রূপ
বুকে তার তুলে লয়।
চকোর নীরবে কাঁদে
ও' রূপ পরাণে বাঁধে—
তারই পানে চেয়ে আমি
ব্যথা যে হাসিতে ঢাকি

(৪)

সখিহে হামার দুখর নাহি ওর রে
ভরা বাদর মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর রে
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া
কুলিশ কতশত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া—
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোমায়বী
হরিবিনু দিন রাতিয়া—
ঐ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোররে

——o——

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের নিবেদন

লোকপ্রিয় উপন্যাসের

চিত্তপ্রিয় চিত্ররূপ

মহানিশা

কাহিনী ঃ অনুরূপা দেবী

পরিচালক ঃ সুকুমার দাশগুপ্ত
চিত্রনাট্য ঃ বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র চিত্রণে ঃ সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়,
রবীন, অনুভা, ধীরাজ, পাহাড়ী, অমর,
সুপ্রভা, রাণীবালা, বাণী, কৃষ্ণধন,
ভানু, পশুপতি প্রভৃতি।

•

মুক্তিপথে

ডি লুক্স পরিবেশনা

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের পক্ষে শ্রীসত্যকিঙ্কর রায় কর্তৃক
সম্পাদিত এবং ১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রনশ্রী প্রেস, ১৬৮সি, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত